পিকাট্রিক্সঃ জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষ্য –

জ্যোতিষ-জাদু ও সাধনার একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

পিকাট্রিক্স: জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষ্য – জ্যোতিষ-জাদু ও সাধনার একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ

ভূমিকা: পিকাট্রিক্সের পরিচিতি

পিকাট্রিক্স, যা আজ ল্যাটিন নামে পরিচিত, জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর রচিত একটি বিশাল ৪০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। এর মূল আরবি শিরোনাম হলো *গায়াত আল-হাকিম* (আরবি: غاية الحكيم), যার অনুবাদ হলো "জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষ্য" বা "জ্ঞানীর উদ্দেশ্য" । এটি কেবল একটি বই নয়, বরং জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর পূর্ববর্তী অসংখ্য কাজকে একত্রিত করে একটি সংমিশ্রিত রূপ। এটিকে ব্যাপকভাবে "তালিসমানিক জাদুর হ্যান্ডবুক" এবং আরবি ভাষায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জাদুর সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এর বিশ্বকোষীয় ব্যাপ্তি এবং বিশাল আকার এটিকে অন্যান্য মধ্যযুগীয় জাদুর বই বা গ্রিমোয়ার থেকে আলাদা করে তোলে, যা জ্যোতিষ-জাদুর উপর রচিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে এর অবস্থান সুদৃঢ় করেছে ।

পিকাট্রিক্স মধ্যযুগীয় এবং রেনেসাঁসের পরবর্তী জাদু ঐতিহ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল, যা পশ্চিমা রহস্যবাদের একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে এর স্থানকে দৃঢ় করে । পিকাট্রিক্সের একটি মূল বৈশিষ্ট্য যা এটিকে অন্যান্য গ্রিমোয়ার থেকে পৃথক করে তা হলো এর গভীর দার্শনিক সম্পৃক্ততা। সাধারণ গ্রিমোয়ারগুলো যেখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুশীলনের উপর কেন্দ্রীভূত, সেখানে পিকাট্রিক্স জাদুর দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং সময় নির্ধারণ ও শ্রেণীকরণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে । এই পাঠ্যটি কেবল ব্যবহারিক নির্দেশাবলী প্রদান করে না, বরং এর পেছনে থাকা মহাজাগতিক এবং দার্শনিক কারণগুলোও ব্যাখ্যা করে। এটি জাদুকে নিছক কুসংস্কার বা বিচ্ছিন্ন আচার-অনুষ্ঠান থেকে একটি সুসংহত, পরিশীলিত দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন

করে একটি শেখা শাস্ত্রে উন্নীত করার চেষ্টা করেছিল। এই বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি সম্ভবত এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণ, যা জাদুকে একটি যৌক্তিক, যদিও গুপ্ত, বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করে, যা পণ্ডিত এবং অনুশীলনকারীদের কাছে আবেদনময় করে তোলে।
এই প্রতিবেদনটি বাংলাভাষী শ্রোতাদের জন্য পিকাট্রিক্সের একটি ব্যাপক, সুসংগঠিত এবং সহজবোধ্য অন্বেষণ প্রদানের লক্ষ্য রাখে। এটি পাঠ্যটির সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জটিল দার্শনিক ভিত্তি, মূল তাত্ত্বিক ধারণা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, এর বিস্তারিত ব্যবহারিক প্রয়োগ বা "সাধনা" নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে আলোচনা করবে। লক্ষ্য হলো এই জটিল ঐতিহাসিক এবং রহস্যময় তথ্যকে একটি স্পষ্ট এবং সুসংগঠিত সংকলনে সংশ্লেষিত করা, যা এই মৌলিক কাজের ব্যবহারিক দিকগুলিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি ভিত্তিগত সম্পদ হিসেবে কাজ করবে।

পিকাট্রিক্সের উৎস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

পিকাট্রিক্সের মূল আরবি শিরোনাম হলো *গায়াত আল-হাকিম* (আরবি: غاية الحكيم), যার অর্থ "জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষ্য" বা "জ্ঞানীর উদ্দেশ্য" । বইটি মূলত মুরিশ স্পেনে আরবি ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিছু পণ্ডিত এটিকে ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত বলে অনুমান করলেও , আরও সুনির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী এটি প্রায় ৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে (৩৪৮ হিজরি) সম্পন্ন হয়েছিল । লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন যে তিনি তার পূর্ববর্তী কাজ *রুতবাত আল-হাকিম* (৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে) শেষ করার পর এই বইটি লেখা শুরু করেছিলেন । ঐতিহাসিকভাবে, এই কাজটি প্রায়শই বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ মাসলামা ইবনে আহমদ আল-মাজরিতির (মৃত্যু প্রায় ১০০৪ খ্রিস্টাব্দ) নামে আরোপিত হত। তবে, আধুনিক গবেষণায় এই আরোপ বাতিল করা হয়েছে, কারণ গ্রন্থ রচনার তারিখ এবং আল-মাজরিতির মৃত্যুর তারিখের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে । *স্টুডিয়া ইসলামিকায়* একটি সাম্প্রতিক এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত গবেষণায় মাসলামা বি. কাসিম আল-কুরতুবিকে (মৃত্যু ৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) সম্ভাব্য লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি "কবচ ও

তালিসমানের একজন মানুষ" হিসেবে পরিচিত ছিলেন । লেখক দাবি করেছেন যে তিনি এটি রচনা করতে দুই শতাধিক পূর্ববর্তী কাজের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং ছয় বছর ধরে এটি লিখেছেন ।

অনুবাদ যাত্রা: আরবি থেকে কাস্টিলিয়ান থেকে ল্যাটিন

আরবি *গায়াত আল-হাকিম* প্রথমে স্প্যানিশ (বিশেষত কাস্টিলিয়ান) ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ১২৫৬ থেকে ১২৫৮ সালের মধ্যে, কাস্টিলের রাজা দশম আলফোনসোর নির্দেশে, যিনি আলফোনসো দ্য ওয়াইজ নামেও পরিচিত ছিলেন । ল্যাটিন সংস্করণটি এই কাস্টিলিয়ান পাণ্ডুলিপিগুলির অনুবাদের উপর ভিত্তি করে পরে তৈরি হয়েছিল, যা "পিকাট্রিক্স" শিরোনাম লাভ করে । এই ল্যাটিন সংস্করণটি বিশটি পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত আছে ।
এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ল্যাটিন পাঠ্যটি "আরবি সংস্করণের থেকে যথেষ্ট ভিন্ন," কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু নতুন অংশ, যেমন "কথোপকথনকারী মাথার" বিখ্যাত আচার, যোগ করা বা পরিবর্তন করা হয়েছে । এটি অনুবাদের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যামূলক এবং রূপান্তরকারী প্রকৃতিকে তুলে ধরে। অ্যাটরেল এবং পোরেকা মন্তব্য করেছেন যে আক্ষরিক অনুবাদ প্রায় অসম্ভব ছিল, যা এটিকে "অসংলগ্ন" করে তুলত । "পিকাট্রিক্স" নামটি সম্ভবত মহান গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিসের নামের বিকৃতি ।
আরবি মূল এবং ল্যাটিন সংস্করণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে অনুবাদের প্রক্রিয়াটি কেবল ভাষাগত ছিল না, বরং গভীরভাবে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত ছিল। অনুবাদক বা সংকলকরা ইউরোপীয় শ্রোতাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক সংবেদনশীলতার সাথে মানানসই করার জন্য সক্রিয়ভাবে পাঠ্যটিকে আকার দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মানব বলিদানের পরিবর্তে পশুর বলিদানের কথিত প্রতিস্থাপন প্রচলিত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অনুশীলনের একটি ইচ্ছাকৃত পরিমার্জন বা অভিযোজনকে নির্দেশ করে, যা সম্ভবত রহস্যময় বিষয়বস্তুকে খ্রিস্টান পরিবেশে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য করা হয়েছিল। এর

অর্থ হলো ইউরোপে পরিচিত "পিকাট্রিক্স" মূল *গায়াত আল-হাকিম* থেকে একটি স্বতন্ত্র পাঠ্য সত্তা, যা আরবি রহস্যময় জ্ঞানের জটিল গ্রহণ এবং পুনঃব্যাখ্যাকে প্রতিফলিত করে। এই ঘটনাটি রহস্যময় জ্ঞানের সংক্রমণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর অর্থ হলো অর্থ, জোর এবং এমনকি মূল বিষয়বস্তুও ভাষাগত পুনরাবৃত্তির সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
ল্যাটিন পিকাট্রিক্স পরবর্তী মধ্যযুগীয় এবং রেনেসাঁসের জাদু ঐতিহ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, যা কর্নেলিয়াস আগ্রিপা, মার্সিলিও ফিচিনো এবং উইলিয়াম লিলি-র মতো বিশিষ্ট ইউরোপীয় লেখক ও অনুশীলনকারীদের প্রভাবিত করে ।

মূল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবসমূহ

পিকাট্রিক্স একটি অত্যন্ত যৌগিক কাজ, যা প্রাচীনতর জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের একটি বিস্তৃত অ্যারে সংশ্লেষিত করে । এর উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে হার্মেটিসিজম, সাবিয়ানবাদ, ইসমাইলিবাদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন এবং জাদু সম্পর্কিত আরবি গ্রন্থাবলী, যা মূলত ৯ ম ও ১০ ম শতাব্দীতে নিকট প্রাচ্যে উৎপাদিত হয়েছিল ।
নিকট/মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হল জাবির ইবনে হাইয়ান (যার মহাজাগতিক পটভূমি জাদুকরী অনুশীলনগুলিকে দানবীয় প্রভাবের প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে দিয়ে তাদের ঐশ্বরিক উৎসকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল), ব্রাদারেন অফ পিউরিটি, এবং ইবনে ওয়াহশিয়ার *নাবাতিয়ান এগ্রিকালচার* । কাজটি হাইপোস্টেসিসের নিওপ্লাটোনিক তত্ত্বগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা জাবির ইবনে হাইয়ানের দার্শনিক পদ্ধতির প্রতিচ্ছবি । এটি প্রাথমিক মধ্যযুগীয় জাদুর একটি ব্যাপক নিওপ্লাটোনিক-হার্মেটিক ব্যাখ্যা প্রদান করে ।
পাঠ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রহস্যময় হারানিয়ান সাবিয়ান সম্প্রদায়ের জ্যোতিষীয় ধর্মকে বর্ণনা করে, যারা নক্ষত্র পূজা করত এবং হার্মেস ট্রিসমেজিস্টাসকে তাদের নবী হিসেবে গণ্য করত, হার্মেটিক গ্রন্থাবলীকে তাদের পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করত । পিকাট্রিক্সে বর্ণিত

নির্বাচনমূলক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় উপকরণের বেশিরভাগই এই হারানের সাবিয়ানদের থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, থাবিত ইবনে কুররা (৮৩৬-৯০১ খ্রিস্টাব্দ) একটি মূল উৎস হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন ।
দার্শনিকভাবে, পিকাট্রিক্স অ্যারিস্টোটেলিয়ান চিন্তাভাবনা, টলেমি'র বিশ্ব তত্ত্ব, আল-কিন্দি'র রশ্মি তত্ত্ব (*দে রেডিইস*), এবং এম্পেডোক্লিয়ান আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠিত । এর ধর্মতত্ত্ব মূলত নিওপ্লাটোনিক, সম্ভবত পোস্ট-ইসমাইলি একেশ্বরবাদী চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ।
এই অত্যন্ত সংমিশ্রিত প্রকৃতি কেবল বিচ্ছিন্ন ধারণার একটি সংগ্রহ নয়, বরং জাদুর জন্য একটি শক্তিশালী দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করার একটি ইচ্ছাকৃত, পরিশীলিত কৌশল। নিওপ্লাটোনিক ইমানেশনবাদ (যা ঐশ্বরিক 'এক' থেকে বস্তুজগতে একটি প্রবাহের কল্পনা করে), হার্মেটিক নীতিগুলি (যা সঙ্গতি এবং জ্ঞানের ঐশ্বরিক উৎসকে জোর দেয়), এবং সাবিয়ান জ্যোতিষীয় ধর্মকে (যা নক্ষত্র এবং গ্রহীয় আত্মাদের সম্মান করে) একত্রিত করার মাধ্যমে, লেখক একটি মহাজাগতিক ধারণা তৈরি করেন যেখানে জাদুকে একটি প্রাকৃতিক, ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত "বিজ্ঞান" (*scientia*) হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, দানবীয় শিল্প হিসাবে নয়। জাবির ইবনে হাইয়ানের প্রভাব, বিশেষ করে "জাদুকরী অনুশীলনগুলিকে দানবীয় প্রভাবের প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে দিয়ে এবং এই অনুশীলনগুলিকে ঐশ্বরিক উৎস হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার" ক্ষেত্রে , এই বৈধতা প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি "জাদুকে" একটি শিক্ষিত, একেশ্বরবাদী প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য এবং বোধগম্য করে তোলে, যা এটিকে সাধারণ লোকজ জাদু বা সরাসরি শয়তানি থেকে পৃথক করে। এটি মধ্যযুগীয় পণ্ডিত মহলে এর গ্রহণ এবং অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি অনুশীলনকারীদের নিজেদেরকে দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী হিসাবে দেখতে অনুমতি দেয়, কেবল জাদুকর হিসাবে নয়।

পিকাট্রিক্সের দার্শনিক ভিত্তি ও জ্যোতিষ-জাদুর মূলনীতি

পিকাট্রিক্সের মৌলিক ভিত্তি হলো বাস্তবতার একত্ব, যা প্রতিসম এবং সংশ্লিষ্ট ডিগ্রী, সমতল বা বিশ্বে বিভক্ত বলে ধারণা করা হয় । বাস্তবতা দুটি মৌলিক মেরুর মধ্যে প্রসারিত বলে বোঝা যায়: মূল "এক", যা ঈশ্বর এবং সমস্ত অস্তিত্বের চূড়ান্ত উৎস, এবং মানুষ, যিনি ক্ষুদ্র মহাবিশ্ব হিসেবে বিবেচিত। তার "বিজ্ঞান" (*scientia*) এর মাধ্যমে মানুষ বাস্তবতার বিস্তারকে তার উৎসে ফিরিয়ে আনতে পারে ।

একটি কেন্দ্রীয় দার্শনিক বিষয় হলো "এক" এবং বিদ্যমান সত্তার বহুত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক। এই গভীর সম্পর্কের জ্ঞানকে জাদুর মূল চাবিকাঠি হিসেবে উপস্থাপন করা হয় । "এক" কেবল একটি একক সত্তা নয়, বরং যা সমস্ত সত্তার ভিত্তি, যেমন প্রাচ্য দর্শনে তাও। সমস্ত কিছু অপরিহার্যভাবে একের উপর নির্ভরশীল, এবং আপাত বৈচিত্র্য ও বহুত্ব সত্ত্বেও, সবকিছু শেষ পর্যন্ত একের মধ্যে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ । দর্শন নিজেই একটি মহৎ উপহার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা প্রথম কারণ এবং জিনিসের অপরিহার্য প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে, যার ফলে সমস্ত অস্তিত্বের একত্ব এবং একের দিকে তার প্রত্যাবর্তন উপলব্ধি করা যায় ।

"সৃষ্টির মহান শৃঙ্খল" এবং মহাজাগতিক সঙ্গতি

পিকাট্রিক্সের দার্শনিক কাঠামো 'সৃষ্টির মহান শৃঙ্খল' নামে পরিচিত একটি শ্রেণিবদ্ধ মডেলের গভীরে প্রোথিত, যা প্লেটোনিজম থেকে উদ্ভূত । এই কাঠামো "সঙ্গতি" এর একটি ব্যবস্থা স্থাপন করে যা কার্যকারিতার সাথে যুক্ত, যার অর্থ হলো মহাবিশ্বের সমস্ত উপাদান লুকানো, সহানুভূতিশীল সংযোগের মাধ্যমে একে অপরের উপর প্রভাব ফেলে । পাঠ্যটি স্পষ্টভাবে নিওপ্লাটোনিক ইমানেশনবাদী শ্রেণিবিন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে ঐশ্বরিক শক্তি বাস্তবতার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে নিচে প্রবাহিত হয়, নিচের সবকিছুকে প্রভাবিত করে ।

পিকাট্রিক্সের জাদুর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা তালিসমানগুলি মহাজাগতিক গোলকীয় নিখুঁততার মধ্যে এই অন্তর্নিহিত একত্বের মাধ্যমে কাজ করে বলে

বোঝা যায়। তাদের কার্যকারিতা "সরল রেখা" এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়, যা দার্শনিক আল-কিন্দি দ্বারা বর্ণিত আধ্যাত্মিক রশ্মির অনুরূপ, যা স্বর্গীয় প্রভাবগুলিকে পার্থিব বস্তুতে প্রেরণ করে ।

জ্যোতিষশাস্ত্র জাদুর মূল ভিত্তি: গ্রহীয় প্রভাব ও স্বর্গীয় যান্ত্রিকতা

পিকাট্রিক্স জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর গভীর এবং ব্যাপক নির্ভরতা প্রদর্শন করে, এটিকে জ্যোতিষীয় তালিসমান তৈরির জন্য সময় নির্ধারণের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং শ্রেণীকরণের একটি সার্বজনীন ব্যবস্থা উভয় হিসেবে ব্যবহার করে । পাঠ্যটি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে যে জ্যোতিষশাস্ত্র সমস্ত জাদুর মৌলিক ভিত্তি, এই বিশ্বাসকে স্পষ্ট করে যে "জাদুর মূল হলো গ্রহগুলির গতি" । এটি গ্রহগুলির মৌলিক প্রভাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে, যা তাদের জাদুকরী বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

- শনি: ঠান্ডা ও শুষ্ক অস্তিত্বের সাথে যুক্ত।
- বৃহস্পতি: উষ্ণ ও আর্দ্র অস্তিত্বের সাথে যুক্ত।
- মঙ্গল ও সূর্য: অগ্নিময়, তাপ ও শুষ্কতা উৎপন্ন করে।
- শুক্র ও চন্দ্র: আর্দ্র, ঠান্ডা ও আর্দ্রতা উৎপন্ন করে।
- বুধ: কম তাপ ও তীব্র শুষ্কতা ধারণ করে।

এই মধ্যযুগীয় "বৈজ্ঞানিক" জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী ছিল না; এটি গ্রহ ও নক্ষত্রের আর্চেঞ্জেলস বা আত্মার উপর কেন্দ্রীভূত একটি আরও রহস্যময় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সহাবস্থান করত এবং এটিকে পরিপূরক করত । স্বর্গীয় জগৎকে "আলম আল-মিথাল" বা কল্পনার জগৎ হিসেবে বোঝা হয়, একটি মধ্যবর্তী রাজ্য যেখানে প্রত্নতত্ত্ব এবং আত্মা রূপ নেয়, এবং বস্তুগত জিনিসগুলি তাদের শারীরিক ওজন এবং স্থানিক গুণাবলী হারায়। পিকাট্রিক্সে বর্ণিত চিত্র এবং রূপগুলি এই স্বর্গীয় জগতের পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, যা ঋষিরা স্বপ্ন, দর্শন এবং আত্মার কাছ থেকে সরাসরি প্রেরণার মাধ্যমে উপলব্ধি করেন ।

পিকাট্রিক্স স্পষ্টভাবে "বিজ্ঞান" (*scientia*) শব্দটি ব্যবহার করে মানুষের ক্ষমতাকে বর্ণনা করার জন্য, যা বাস্তবতার বিস্তারকে 'এক'-এর দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে । এটি জ্যোতিষ-জাদু বোঝা এবং সম্পাদনের জন্য কোয়াড্রিভিয়াম (জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত) এবং অধিবিদ্যা আয়ত্ত করার পূর্বশর্ত নির্ধারণ করে । উপরন্তু, এটি অ্যারিস্টোটেলিয়ান এবং টলেমীয় ধারণাগুলিকে তার কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে । এটি ইঙ্গিত দেয় যে পাঠ্যটি জাদুকে একটি অযৌক্তিক বা কুসংস্কারপূর্ণ অনুশীলন হিসাবে উপস্থাপন করে না, বরং এটিকে একটি কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলা হিসাবে উপস্থাপন করে, যার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য একাডেমিক পটভূমি প্রয়োজন। কোয়াড্রিভিয়াম এবং অধিবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের মধ্যে জাদুকে স্থাপন করে, পিকাট্রিক্স কার্যকরভাবে এটিকে একটি "যুক্তিযুক্ত রহস্যবাদ"-এ উন্নীত করে। এটি অনুমান করে যে জাদুকরী কার্যকারিতা ইচ্ছামতো নয়, বরং মহাজাগতিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয় যা বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা এবং পদ্ধতিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে বোঝা এবং ব্যবহার করা যেতে পারে। "বিজ্ঞান" এর ধারাবাহিক ব্যবহার একটি পদ্ধতিগত, পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং তাত্ত্বিকভাবে পুনরাবৃত্তিযোগ্য পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয় যা বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে, যার ফলে জাদুকে মধ্যযুগীয় জ্ঞানের বৃহত্তর সাধনার সাথে সারিবদ্ধ করে, এমনকি যদি এর পদ্ধতিগুলি "গুপ্ত" হয়। জাদুর এই বুদ্ধিবৃত্তিকীকরণ মধ্যযুগীয় পণ্ডিত মহলে এর টিকে থাকা, অধ্যয়ন এবং সংক্রমণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি অনুশীলনকারীদের নিজেদেরকে দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী হিসাবে দেখতে অনুমতি দেয়, কেবল জাদুকর হিসাবে নয়।

জাদুকরী ক্রিয়াকলাপে ইচ্ছা, বিশ্বাস এবং অভিপ্রায়ের ভূমিকা

পিকাট্রিক্স জুড়ে একটি প্রধান এবং বিস্তৃত বিষয় হলো লুকানো বা গুপ্ত শক্তির মাধ্যমে ইচ্ছার বাস্তবায়ন । পাঠ্যটিতে প্রায়শই শক্তিশালী প্রতিজ্ঞা থাকে, যেমন "তুমি যা চাও তাই ঘটবে" এবং "তুমি যা খুঁজছ তা ঘটবে," যা অভিপ্রায় এবং প্রকাশের মধ্যে সরাসরি সংযোগের উপর জোর দেয় । এটি বারবার এজেন্ট (জাদুকর) এর অপারেশনে বিশ্বাস বা গভীর বিশ্বাসের

সমালোচনামূলক গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এই বিশ্বাসকে অপরিহার্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, কারণ তবেই তাদের ইচ্ছা ফলপ্রসূ হবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হবে ।
পিকাট্রিক্সের জাদুকরী ব্যবস্থা মূলত ক্ষুদ্র মহাবিশ্ব-বৃহৎ মহাবিশ্বের সঙ্গতি নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই নীতিটি দাবি করে যে মানুষ, একটি ক্ষুদ্র মহাবিশ্ব হিসাবে, বৃহত্তর মহাজাগতিক ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং এর সাথে যোগাযোগ করতে পারে। "সৃষ্টির মহান শৃঙ্খল" এই প্রভাব কীভাবে ঘটে তার জন্য তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে – সহানুভূতিশীল সংযোগ এবং "আধ্যাত্মিক রশ্মি" এর মাধ্যমে যা অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরকে সংযুক্ত করে। "লুকানো বা গুপ্ত শক্তির মাধ্যমে ইচ্ছার বাস্তবায়ন" সম্ভব হয় কারণ মানুষের ইচ্ছা, যখন মহাজাগতিক নীতিগুলির (জ্যোতিষশাস্ত্র এবং দর্শনের মাধ্যমে প্রকাশিত) সাথে সঠিকভাবে সারিবদ্ধ হয় এবং সেগুলিকে বোঝে, তখন এই অন্তর্নিহিত সঙ্গতিগুলিকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করতে পারে। অনুশীলনকারীর বিশ্বাস এবং আস্থার উপর বারবার জোর দেওয়া এটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে, যা ইঙ্গিত দেয় যে জাদুকরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা একটি ক্ষুদ্র মহাবিশ্ব যা বৃহত্তর মহাবিশ্বকে প্রতিফলিত করে এবং প্রভাবিত করে। এই গভীর দার্শনিক ভিত্তি পিকাট্রিক্সের জাদুকে নিছক মন্ত্র নিক্ষেপের চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত করে তোলে। এটি ইচ্ছামতো পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে নয়, বরং মহাজাগতিক প্রবাহকে বোঝা এবং এর সাথে সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে, যা জাদুকরকে ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং মহাজাগতিক শক্তির একটি সহায়ক বা চ্যানেল হিসাবে স্থাপন করে, একটি স্বাধীন, বিচ্ছিন্ন এজেন্ট হিসাবে নয়।

পিকাট্রিক্সের কাঠামো ও প্রধান ধারণা

পিকাট্রিক্স পদ্ধতিগতভাবে চারটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে বিভক্ত, যা একটি ব্যাপক প্রস্তাবনা দ্বারা শুরু হয় । সামগ্রিক কাঠামোটি একটি ত্রিমাত্রিক বিন্যাস অনুসরণ করে: এটি একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়, একটি বিস্তারিত ব্যবহারিক-অপারেশনাল বিভাগে স্থানান্তরিত হয় এবং একটি উপসংহার দিয়ে শেষ হয় ।

প্রথম গ্রন্থ: এই গ্রন্থটি "এক" (ঈশ্বর/আল্লাহর সাথে সমতুল্য) এবং সমস্ত বিদ্যমান সত্তার মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে, দর্শনকে প্রথম কারণ এবং জিনিসের সারমর্ম বোঝার জন্য সবচেয়ে মহৎ সাধনা হিসেবে জোর দেয়। এটি সমস্ত অস্তিত্বের একত্বকে একের দিকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা করে। এটি জাদুকে তিন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করে: "ভ্রমাত্মক জাদু" (আত্মা থেকে আত্মার প্রভাব), "জ্যোতিষীয় তালিসমান" (আত্মা থেকে দেহের ক্রিয়া), এবং "রসায়ন" (দেহ থেকে দেহের প্রভাব)। উপরন্তু, এটি "স্বর্গীয় গোলকের বিজ্ঞান"-এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্যোতিষীয় জ্ঞান বিশদভাবে বর্ণনা করে, যার মধ্যে স্বর্গীয় গোলক, রাশিচক্রের চিহ্ন, গ্রহের মর্যাদা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ অধ্যায় ব্যবহারিক জ্যোতিষীয় জাদু প্রদান করে, চাঁদের ২৮টি নক্ষত্রের জন্য উপযুক্ত নির্বাচন এবং তালিসমানগুলির রূপরেখা দেয়, ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে চাঁদের অবস্থান এবং দিকগুলি ক্রিয়াকলাপের সাফল্যকে প্রভাবিত করে ।

দ্বিতীয় গ্রন্থ: প্রথম অধ্যায় স্পষ্টভাবে জ্যোতিষ-জাদুতে জড়িত থাকার পূর্বশর্তগুলি বর্ণনা করে, কোয়াড্রিভিয়াম (জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং সঙ্গীত) এবং অধিবিদ্যার অধ্যয়নের উপর জোর দেয় । দশম অধ্যায় গ্রহীয় তালিসমান তৈরির জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী সরবরাহ করে। পঞ্চম অধ্যায় জাদুকরী জ্ঞানকে তিনটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে: "সায়েন্সিয়া ম্যাজিকা" (সাবিয়ানদের আরোপিত), "সায়েন্সিয়া স্টেলারাম" (নক্ষত্রের বিজ্ঞান, ধূপ, বলি, প্রার্থনা এবং ধর্মগ্রন্থ জড়িত, গ্রীকদের আরোপিত), এবং আত্মা বাঁধতে এবং ইন্দ্রিয় পরিবর্তন করতে শব্দ, মন্ত্র এবং সঙ্গীতের ব্যবহার

(ভারতীয়দের আরোপিত, "আর্টিবাস নিগ্রোম্যান্স"-এ সবচেয়ে শক্তিশালী বলে বিবেচিত) ।

তৃতীয় গ্রন্থ: তৃতীয় অধ্যায় গ্রহগুলির "সত্য রূপ" এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করে, যা তাদের সংশ্লিষ্ট তালিসমান তৈরির জন্য অপরিহার্য। সপ্তম অধ্যায় গ্রহীয় আত্মাদের আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিগুলির রূপরেখা দেয়, যার মধ্যে উপযুক্ত পোশাক, নির্দিষ্ট ধূপ (ধূপায়ন) এবং সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম অধ্যায় এই গ্রহীয় আত্মাদের প্রতি ভক্তিমূলক আহ্বান উপস্থাপন করে। নবম অধ্যায় "বৃহস্পতির অপারেশন" বা জোভিয়াল ফিস্ট বর্ণনা করে ।

চতুর্থ গ্রন্থ: তৃতীয় অধ্যায় উল্লেখযোগ্যভাবে অ্যাডোসেন্টিনকে বর্ণনা করে, মিশরের একটি কিংবদন্তী শহর যা হার্মেস ট্রিসমেজিস্টাস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষীয় তালিসমানিক নীতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল বলে কথিত আছে, যা বৃহৎ পরিসরে জাদুর প্রয়োগকে প্রদর্শন করে ।

জ্যোতিষ-জাদুর বৈধতা: ঐশ্বরিক উৎস বনাম অশুভ আত্মা

পিকাট্রিক্সের একটি কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য, বিশেষ করে এর প্রস্তাবনা এবং প্রথম গ্রন্থে স্পষ্ট করা হয়েছে, তা হলো জ্যোতিষ-জাদুর বৈধতা। পাঠ্যটি দাবি করে যে এই ধরনের জাদু অশুভ আত্মার সাথে মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় না, বরং ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি এবং মহাবিশ্বে ঐশ্বরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত আইনগুলির গভীর উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত হয় । লেখক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তার প্রাথমিক লক্ষ্য ধর্মীয়: মহাবিশ্বের চূড়ান্ত উৎস, একমাত্র ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত পথ খুঁজে বের করা । এমনকি যখন পাঠ্যে বর্ণিত কিছু আচার-অনুষ্ঠানের ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তখন এই ক্রিয়াকলাপগুলি নিয়ন্ত্রণকারী অন্তর্নিহিত আইনগুলি স্বর্গীয় দেহের আত্মার উপর নির্ভরশীল বলে উপস্থাপন করা হয়, যা নিজেরাই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কাজ করে ।

এই আপাত দ্বন্দ্ব মধ্যযুগীয় রহস্যময় চিন্তাভাবনার মধ্যে একটি গভীর উত্তেজনাকে তুলে ধরে: জাদুকরী অনুশীলনগুলিকে গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাসের

সাথে সামঞ্জস্য করার ধারাবাহিক সংগ্রাম। লেখক কর্তৃক ধর্মীয় উদ্দেশ্য এবং জাদুর ঐশ্বরিক উৎসের উপর জোর দেওয়া একটি বৈধতা প্রদানকারী অলঙ্কারশাস্ত্রীয় কৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা একটি একেশ্বরবাদী কাঠামোর মধ্যে কাজটিকে গ্রহণযোগ্য করার একটি প্রচেষ্টা। তবে, "দানবীয় আচার-অনুষ্ঠান" এবং নেক্রোম্যান্সির কাছাকাছি উপাদানগুলির (যেমন, মানব মাথা থেকে মলম তৈরির অনুশীলন) অনস্বীকার্য উপস্থিতি হয়তো "দানবীয়" এর একটি আরও নমনীয় বা সূক্ষ্ম মধ্যযুগীয় সংজ্ঞাকে নির্দেশ করে (সম্ভবত অ-ঐশ্বরিক, তবে অগত্যা মন্দ নয়, আত্মাকে বোঝায়) অথবা অত্যন্ত কার্যকর, যদিও বিতর্কিত, কৌশলগুলির একটি বাস্তবসম্মত অন্তর্ভুক্তি। এটি "ফিলোলজিক্যাল সমস্যাগুলির জটিল ম্যাট্রিক্স" এবং বহু-স্তরযুক্ত সংকলন প্রক্রিয়াকেও নির্দেশ করে, যেখানে বিভিন্ন নৈতিক অবস্থান সহ বিভিন্ন উৎস সামগ্রী সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছাড়াই একত্রিত করা হতে পারে। এই উত্তেজনা বোঝায় যে পিকাট্রিক্স একটি সূক্ষ্ম রেখায় চলছিল, যা শেখা জাদুর এমন একটি রূপ উপস্থাপন করার চেষ্টা করছিল যা তার সমসাময়িক ধর্মীয় ও দার্শনিক সীমার মধ্যে কার্যকর এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ন্যায়সঙ্গত উভয়ই ছিল, এমনকি যদি এর কিছু বিষয়বস্তু সেই সীমাগুলিকে অতিক্রম করত। এই ধরনের অনুশীলনগুলি বিপজ্জনক হতে পারে এবং এর ব্যবহারে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অনুশীলনকারীদের জন্য পূর্বশর্ত: কোয়াড্রিভিয়াম (জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত) এবং অধিবিদ্যা আয়ত্ত করা

জ্যোতিষ-জাদুকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে এবং কার্যকরভাবে সম্পাদন করতে, পাঠ্যটি জোর দেয় যে প্রথমে কোয়াড্রিভিয়ামের (জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং সঙ্গীত) শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে হবে এবং অধিবিদ্যার একটি কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে। এটি দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে । দার্শনিক, জাদুকর এবং জ্ঞানী ব্যক্তি, তালিসমানের মতো কৃত্রিম বস্তুতে *স্পিরিটাস* (আত্মা) সফলভাবে প্রবেশ

করানোর জন্য, পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং ত্রিভিয়াম ও কোয়াড্রিভিয়াম উভয় উদার শিল্পের ব্যাপক জ্ঞান থাকতে হবে ।

কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্বশর্ত এবং গোপনীয়তার বারবার আদেশগুলি দৃঢ়ভাবে ইঙ্গিত করে যে পিকাট্রিক্স একটি অভিজাত, শিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠীর জন্য উদ্দিষ্ট ছিল, যা এই বিশেষ জ্ঞানের জন্য এক ধরণের প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে। এটি সাধারণ মানুষের জন্য একটি জনপ্রিয় গ্রিমোয়ার ছিল না, বরং উদার শিল্পকলা এবং দর্শনে ইতিমধ্যেই নিমজ্জিত ব্যক্তিদের জন্য ডিজাইন করা একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। গোপনীয়তার উপর জোর এই একচেটিয়াত্বকে আরও শক্তিশালী করে, সম্ভবত অনভিজ্ঞদের দ্বারা জ্ঞানের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য, অথবা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিন্দা থেকে রক্ষা করার জন্য, যারা এই ধরনের অনুশীলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারে। এটিও ব্যাখ্যা করে যে কেন মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্যের বিষয়টি পাঠ্যে কেবল "সীমিতভাবে" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ উদ্দিষ্ট শ্রোতাদের সম্ভবত এই চাহিদাগুলি পূরণ হয়েছিল এবং তারা সামাজিক অগ্রগতি, বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মতো উচ্চতর, আরও জটিল উদ্দেশ্যগুলি খুঁজছিল। এই প্রেক্ষাপট পাঠ্যটির মূল উদ্দেশ্য এবং এর ঐতিহাসিক গ্রহণ বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি পিকাট্রিক্সকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির একটি হাতিয়ার হিসাবে স্থাপন করে, যা দ্রুত মন্ত্রের জন্য একটি ব্যাপক বাজার নির্দেশিকা নয়।

মূল সাধনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ

পিকাট্রিক্স কেবল দার্শনিক তত্ত্বের একটি সংকলন নয়, বরং এটি বিভিন্ন জাদুকরী সাধনা এবং তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা। এই সাধনাগুলি মহাজাগতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

কবচ (তালিসমান) নির্মাণ ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা

তালিসমান, যা *ইমা/জিনেস* নামে পরিচিত, হলো বস্তুগত জিনিস যা নির্দিষ্ট জ্যোতিষীয় চিত্র অনুযায়ী নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়। এগুলি এমন উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয় যা নির্দিষ্ট জ্যোতিষীয় দেহের সাথে সহানুভূতিশীল বা অনুরণিত হয় বলে বিশ্বাস করা হয়, যা তাদের উচ্চতর স্বর্গীয় গোলক থেকে শক্তি অর্জন করতে দেয় । পাঠ্যটি তালিসমান তৈরির সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য নির্বাচনমূলক জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর উল্লেখযোগ্য জোর দেয়, যাতে তাদের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয় । তালিসমানের কার্যকারিতা মহাজাগতিক গোলকের নিখুঁততার মধ্যে একত্বের ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। এগুলি "সরল রেখা" এর মাধ্যমে কাজ করে বলে বিশ্বাস করা হয়, যা আল-কিন্দি দ্বারা বর্ণিত আধ্যাত্মিক রশ্মির অনুরূপ, যা স্বর্গীয় প্রভাবগুলিকে পার্থিব বস্তুতে প্রেরণ করে । দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শারীরিক তালিসমানকে এর "দেহ" হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এবং এর "আত্মা" গ্রহীয় গৃহশাসকদের প্রভাবের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়, যা কার্যকরভাবে তালিসমানকে "একটি সত্তার জন্মছক" করে তোলে । পিকাট্রিক্সের মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তালিসমান তৈরির বিস্তারিত উদাহরণ পাওয়া যায়:

প্রথম গ্রন্থ, পঞ্চম অধ্যায়: গৃহ-ভিত্তিক তালিসমান – এই তালিসমানগুলি আরও জটিল, দিন এবং অবস্থানের সময়ের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় এবং শারীরিক তালিসমানকে এর দেহ এবং গ্রহীয় গৃহশাসকদের মাধ্যমে প্রবেশ করানো আত্মাকে নিয়ে "একটি সত্তার জন্মছক" হিসাবে বিবেচিত হয়।

প্রেম এবং সম্পর্কের জন্য:

- দু'জনের মধ্যে প্রেম তৈরি করতে: দু'টি আলিঙ্গনরত চিত্র, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির স্থানে পুঁতে দিতে হবে, বৃহস্পতি বা শুক্রের সময়ে নির্দিষ্ট চন্দ্র এবং গৃহের দিকগুলির সাথে তৈরি করতে হবে।

- **স্থায়ী প্রেমের জন্য:** নির্দিষ্ট সংখ্যা সহ দু'টি চিত্র, আলিঙ্গনরত অবস্থায় যুক্ত।
- **পুরুষদের স্ত্রীদের কাছে প্রিয় করতে:** একটি ছেলে এবং একটি যুবকের দু'টি চিত্র আলিঙ্গনরত অবস্থায়, জনবহুল এলাকায় পুঁতে দিতে হবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য:

- **রাজা বা অভিজাতদের অনুগ্রহ লাভ করতে:** ব্যক্তির একটি চিত্র শুভ লগ্ন এবং শক্তিশালী গ্রহীয় অবস্থার সাথে।
- **অধীনস্থদের আনুগত্য নিশ্চিত করতে:** নির্দিষ্ট গ্রহীয় সময়ে তৈরি দু'টি চিত্র পুঁতে দিতে হবে।
- **দাসদের তাদের প্রভুকে ভালোবাসতে:** নির্দিষ্ট গ্রহীয় সময়ে এবং নোডে তৈরি দু'টি চিত্র, আলিঙ্গনরত অবস্থায় যুক্ত করে পুঁতে দিতে হবে।

একজন প্রভুর কাছ থেকে মর্যাদা লাভ করতে: শুভ লগ্ন এবং দশম গৃহের সাথে একটি চিত্র, একাদশ গৃহে শুভ গ্রহের সাথে।

সম্পদ এবং সমৃদ্ধির জন্য:

- **ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে:** শুভ লগ্ন, দশম এবং দ্বিতীয় গৃহ, এবং তাদের শাসকদের সাথে একটি চিত্র।
- **একজন চিকিৎসকের লাভ নিশ্চিত করতে:** একজন চিকিৎসক এবং একজন বিচারক ব্যক্তির দু'টি চিত্র, টিনের তৈরি, যেখানে মানুষ আসতে চায় সেখানে স্থাপন করতে হবে।
- **ফসল বৃদ্ধির জন্য:** একটি রূপার থালায় ফসলে ঘেরা একজন বসা মানুষের চিত্র, কাঙ্ক্ষিত স্থানে পুঁতে দিতে হবে।

ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে:

- **শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য:** মঙ্গলের সময়ে তৈরি একটি চিত্র চন্দ্র বৃশ্চিকে থাকলে, অশুভ লগ্নের অধীনে, শত্রুর শহরের বাইরে মাথা নিচের দিকে করে পুঁতে দিতে হবে।

- ❖ নির্মাণ কাজ ব্যাহত করতে: সূর্য ও চন্দ্রের সময়ে তৈরি দু'টি চিত্র, শুক্রের সময়ে পুঁতে দিতে হবে।
- ❖ একজন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে তাড়াতে: একটি বক্র চিহ্ন সহ একটি চিত্র, চৌরাস্তায় পুঁতে দিতে হবে।
- ❖ দু'জন বন্ধুকে আলাদা করতে: লগ্ন এবং দশম গৃহে শক্তিশালী অশুভ গ্রহের সাথে দু'টি চিত্র তৈরি করে পুঁতে দিতে হবে।
- ❖ রাজার ক্রোধ জাগাতে: নির্দিষ্ট গ্রহীয় পীড়া সহ দু'টি চিত্র, পুঁতে দিতে হবে।
- ❖ শহর বা বাড়িঘর ধ্বংসের জন্য: শহরের লগ্নের অধীনে অশুভ গ্রহীয় স্থাপন সহ একটি চিত্র, শহরের কেন্দ্রে পুঁতে দিতে হবে।

অন্যান্য নির্দিষ্ট ব্যবহার:

- ❖ বন্দীদের পালানোর জন্য: ক্ষীয়মাণ চন্দ্রের সময়ে তৈরি একটি চিত্র, কারাগারের কাছে পুঁতে দিতে হবে।
- ❖ মাছ ধরার জন্য: মীন রাশিতে বৃহস্পতি উদয়কালে তৈরি একটি মাছের আকারের চিত্র, জলের ভরা একটি সীসার পাত্রে রাখতে হবে।
- ❖ বিচ্ছু তাড়ানোর জন্য: সোনার তৈরি একটি বিচ্ছুর চিত্র, নির্দিষ্ট গ্রহীয় স্থাপন সহ, পাথরের গর্তে পুঁতে দিতে হবে।
- ❖ বিচ্ছুর কামড় নিরাময়ের জন্য: বেজোয়ার পাথরে তৈরি একটি বিচ্ছুর চিত্র, সোনার আংটিতে পরা, এবং একটি ধূপ পানীয়।
- ❖ কিডনি পাথর নিরাময়ের জন্য: সোনার তৈরি একটি সিংহের চিত্র পাথর ধরে আছে, অসুস্থ ব্যক্তি পরবে।
- ❖ রোগ, বিষণ্ণতা বা মন্ত্র দূর করার জন্য: রূপার তৈরি একটি চিত্র, শুক্রের সময়ে নির্দিষ্ট চন্দ্র এবং গৃহের দিকগুলির সাথে তৈরি।

দ্বিতীয় গ্রন্থ, দশম অধ্যায়: নির্বাচিত গ্রহীয় তালিসমান অনুবাদ –

এগুলি প্রতিটি গ্রহের জন্য তালিসমান তৈরির নির্দেশাবলী প্রদান করে, যার মধ্যে চিত্র, উপকরণ এবং জ্যোতিষীয় শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত।

- **শনি:** ভারী মদ্যপানের জন্য চিত্র, নীলকান্তমণি বা ফিরোজা পাথরে তৈরি।
- **বৃহস্পতি:** সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য চিত্র, পরিষ্কার সাদা পাথরে তৈরি।
- **মঙ্গল:** মহান শক্তির জন্য চিত্র, মঙ্গল ও শুক্রকে চিত্রিত করে।
- **সূর্য:** ভালো চেহারা এবং নির্ভীকতার জন্য চিত্র, হীরা বা সাদা নীলকান্তমণি পাথরে তৈরি।
- **শুক্র:** ক্ষতি/আঘাত থেকে সুরক্ষার জন্য চিত্র (কোয়ার্টজে একটি বসা ডানাযুক্ত মহিলা তার কোলে ছেলেদের নিয়ে) এবং পেটের অসুস্থতার বিরুদ্ধে (কার্নেলিয়ানে একটি বন্য গাধার মাথা একটি মাছির মাথা সহ)।
- **বুধ:** ভালো খ্যাতির জন্য চিত্র, পান্নায় একটি একক ব্যাঙ।
- **চন্দ্র:** ক্লান্তিহীন ভ্রমণের জন্য চিত্র, একটি পাখির মাথা সহ একজন মানুষ একটি লাঠি ধরে আছে।

তৃতীয় গ্রন্থ, তৃতীয় অধ্যায়: গ্রহগুলির রূপ – এই অংশে গ্রহগুলির নির্দিষ্ট "সত্য রূপ" বা প্রতীকী চিত্রগুলি বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন, শনি একটি কুকুরের মাথা সহ একজন কালো মানুষ, বৃহস্পতি সিংহাসনে বসা একজন সুন্দর পোশাকের মানুষ, মঙ্গল একটি সিংহের উপর আরোহণকারী)। এই রূপগুলি তালিসমান তৈরির চাক্ষুষ দিকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি গ্রহীয় শক্তিকে মূর্ত করে বলে বিশ্বাস করা হয়। পিকাট্রিক্সের এই বিস্তৃত প্রয়োগগুলি দেখায় যে মধ্যযুগীয় জ্যোতিষ-জাদু কেবল "শুভ" বা "সাদা" জাদুর উপর কেন্দ্রীভূত ছিল না। বরং, এটি বিশ্বের উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক প্রভাব নির্বিশেষে। স্পষ্ট ধ্বংসাত্মক জাদুর (যেমন, "শত্রুকে ধ্বংস করা," "দু'জন বন্ধুকে আলাদা করা," "রাজার ক্রোধ," "শহর/বাড়িঘর ধ্বংস করা") অন্তর্ভুক্তি জাদুকরী কার্যকারিতার প্রতি একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে, যেখানে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের ক্ষমতা, এমনকি যদি তা ক্ষতিকারকও হয়,

একটি প্রাথমিক বিবেচনা ছিল। এটি ঐতিহাসিক জাদু সম্পর্কে একটি সরলীকৃত, প্রায়শই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে। এই ধরনের নির্দেশাবলী প্রদানের জন্য পাঠ্যের সদিচ্ছা, এমনকি অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ সহ , ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ পরিধি উপস্থাপনের প্রতি একটি প্রতিশ্রুতিকে নির্দেশ করে।

ধূপায়ন ও গ্রহীয় আত্মাদের আহ্বান

পিকাট্রিক্সে বিশদ আচার-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে যা তালিসমানের শারীরিক উৎপাদনের একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট উপযুক্ত পোশাক, ধূপের ব্যবহার (ধূপায়ন), এবং সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া, যা সবই তালিসমানের মধ্যে আত্মার প্রবেশকে প্রলুব্ধ ও সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ।

প্রতিটি গ্রহের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তুতি নির্ধারিত হয়েছে, যা তাদের মৌলিক এবং প্রতীকী সংযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ :

- **শনি:** কালো পোশাক, একটি লোহার আংটি এবং একটি লোহার ধূপদানি প্রয়োজন। ধূপায়নে আফিম, জাফরান, ওয়ার্মউড, একটি কালো বিড়ালের মাথা ইত্যাদির মতো শক্তিশালী উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা কালো ছাগলের মূত্রের সাথে মেশানো হয়।
- **বৃহস্পতি:** হলুদ ও সাদা পোশাক, একটি স্ফটিক আংটি এবং একটি বৃহস্পতি গ্রহের ধাতব ধূপদানি প্রয়োজন। ধূপায়নে স্টোরাক্স, ঘুঘুর পা, পিওনি ইত্যাদি থাকে, যা পুরাতন ওয়াইনের সাথে মেশানো হয়।
- **মঙ্গল:** লাল পোশাক, অস্ত্র, একটি ব্রোঞ্জের আংটি এবং একটি ব্রোঞ্জের ধূপদানি প্রয়োজন। এর ধূপায়নে অ্যাবসিন্তে এবং অ্যালো থাকে, যা মানুষের রক্তের সাথে মেশানো হয়।
- **সূর্য:** রাজকীয় পোশাক (হলুদ/সোনালী রঙের রেশম), একটি সোনার মুকুট, একটি সোনার আংটি এবং একটি সোনার ধূপদানি প্রয়োজন, প্রায়শই একটি মোরগ সহ। ধূপায়নে বিডেলিয়াম, গন্ধরস এবং জাফরান অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- ❖ **শুক্র:** সাদা পোশাক বা একজন সম্ভ্রান্ত আরব পুরুষের পোশাক, মুক্তা সহ একটি সোনার আংটি, সোনার ব্রেসলেট, একটি আয়না, একটি চিরুনি, এক জগ ওয়াইন এবং একটি সোনা/রূপার ধূপদানি প্রয়োজন। ধূপায়নে লিগনাম অ্যালোস, মোরগ এবং জাফরান থাকে, যা গোলাপ জলের সাথে মেশানো হয়।
- ❖ **বুধ:** নোটারি/লেখক পোশাক, বুধের আংটি এবং বিচারকের সিংহাসনে বসা। ধূপায়নে ওক, জিরা এবং মাইর্টল থাকে, যা ওয়াইনের সাথে মেশানো হয়।
- ❖ **চন্দ্র:** যুবকের ফ্যাশন, একটি রূপার আংটি এবং একটি রূপার ধূপদানি প্রয়োজন। ধূপায়নে মাস্টিক, এলাচ এবং লিলি রুট থাকে, যা ওয়াইনের সাথে মেশানো হয়।

গ্রহীয় আত্মাদের প্রতি ভক্তিমূলক আহ্বান

পিকাট্রিক্সের তৃতীয় গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে গ্রহগুলির আত্মার প্রতি নির্দিষ্ট ভক্তিমূলক আহ্বান প্রদান করা হয়েছে । এই আহ্বানগুলিতে গ্রহগুলির গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত, এবং একটি উচ্চতর দেবতার নামে অনুরোধ করা হয়েছে, যাকে "সর্বোচ্চ ভবনের প্রভু" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । উল্লেখযোগ্যভাবে, এই আহ্বানগুলি সাধারণ গ্রিমোয়ারের আচার-অনুষ্ঠান থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন, কারণ এতে কোনো সুরক্ষা চক্র বা হুমকি নেই। পরিবর্তে, তারা গ্রহীয় বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং নৈবেদ্যের উপর জোর দেয় ।

অন্যান্য বিশেষ সাধনা

❖ বৃহস্পতির অপারেশন (জোভিয়াল ফিস্ট):

- ❖ পিকাট্রিক্সে বিস্তারিত এই আচারটি মধু, মাখন, বাদাম, চিনি, মুরগি এবং তিতিরের মতো বৃহস্পতি গ্রহের সাথে সম্পর্কিত খাবার এবং উপযুক্ত ধূপ সহ একটি সাম্প্রদায়িক ভোজের সাথে জড়িত ।

এটি বিশেষভাবে বৃহস্পতিবারে (বৃহস্পতিবার) শুভ সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানে সম্পাদিত হয় ।

- ❖ প্রাচীন রোমান জ্ঞানী ব্যক্তিদের আরোপিত এই আচারটি পশু বলিদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হিসাবে কাজ করে, যা সাম্প্রদায়িক নৈবেদ্য এবং সম্মিলিত ভোজের মাধ্যমে গ্রহীয় আত্মার সাথে যোগাযোগ এবং সম্মানকে জোর দেয় ।

❖ নিখুঁত প্রকৃতির আহ্বান:

- ❖ ফরাসি এবং ল্যাটিন উভয় সংস্করণ থেকে অনূদিত এই গভীর আচারটি জাদুকরের "নিখুঁত প্রকৃতির" একটি আহ্বান। এই "নিখুঁত প্রকৃতি" কে "জ্ঞানী ব্যক্তির সূর্য" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি জ্ঞান, দর্শন এবং জাদুর চূড়ান্ত চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয় ।
- ❖ এই আচারটি "অবতরণ" (যেখানে উচ্চ থেকে আত্মাদের থেকে শক্তি প্রবেশ করে) এবং "আরোহণ" (যেখানে জাদুকরের বোঝার আত্মা তাদের জন্মছকে তাদের শাসক গ্রহের সাথে আবদ্ধ হয়, যা আলমুতেন ফিগুরিস নামে পরিচিত) এর একটি জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া জড়িত ।

অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট নৈবেদ্য প্রয়োজন, যার মধ্যে তেল, ওয়াইন, মধু, মাখন, একটি জ্বলন্ত মোমবাতি এবং ধূপ অন্তর্ভুক্ত, সাথে চারটি নির্দিষ্ট নামের বারবার আহ্বান: মেগিয়াস, বেটজাহুয়েচ, ভাকদেজ এবং নুফেনেগুয়েডিস ।

এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জাদুকরের মধ্যে ম্যাক্রোসম এবং মাইক্রোকসমের একত্বকে মূর্ত করা, যা গভীর জ্ঞান, ব্যাপক জ্ঞান এবং উন্নত জাদুকরী ক্ষমতা অর্জন করে । একের সাথে এই একত্ব অর্জনের পথ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অনন্য, যা তাদের নির্দিষ্ট আলমুতেন ফিগুরিস দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা গ্রহীয় মর্যাদা, দিন/ঘণ্টার শাসক এবং গৃহের স্থানবিন্যাস জড়িত একটি জটিল জ্যোতিষীয় গণনার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় ।

নেক্রোম্যান্টিক অনুশীলনের চিহ্ন এবং তাদের রূপান্তর:

পিকাট্রিক্সে *নিগ্রোম্যান্টিয়া* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও লেখক স্পষ্টভাবে তার কাজের জন্য একটি ধর্মীয় এবং ঐশ্বরিক লক্ষ্যের উপর জোর

দিয়েছেন, যা নেক্রোম্যান্সির সাধারণ ধারণার সাথে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ ।

- যদিও পাঠ্যটিতে আপাতদৃষ্টিতে "কোনো নেক্রোম্যান্টিক আচার" নেই, এটি বিপরীতভাবে "দানবীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং জ্যোতিষীয় আত্মাদের আহ্বানকারী আনুষ্ঠানিক জাদুতে পূর্ণ," যা প্রাকৃতিক এবং দানবীয় উভয় জাদুর ম্যানুয়াল হিসাবে একটি ধারণা তৈরি করে ।
- আকর্ষণীয়ভাবে, আরবি উৎসগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরীক্ষা ইঙ্গিত দেয় যে ল্যাটিন পিকাট্রিক্সে "শিশুদের উপর পরীক্ষা" নামে পরিচিতি লাভ করেছিল তা মূলত একটি নেক্রোম্যান্টিক আচার ছিল। এর পূর্ববর্তী রূপে, বলিদত্ত ব্যক্তির মাথা ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত। অনুবাদ বা সংকলন প্রক্রিয়ার সময়, এই মানব বলিদান উল্লেখযোগ্যভাবে পশু বলিদানের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল ।
- এই আপাত পরিমার্জন সত্ত্বেও, পিকাট্রিক্স (বিশেষত ৩.১১.৫৪) একটি মানব মাথা, আফিম, মানুষের রক্ত এবং তিলের তেল থেকে একটি মলম তৈরির বর্ণনা দেয়, যা প্রয়োগ করলে "যা দেখতে চায় তা দেখতে" দেয়। এই অনুশীলনটি মৃতের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীর রূপগুলির সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত ।
- উপরন্তু, পাঠ্যটি উল্লেখ করে যে ভারতীয়রা বিচ্ছিন্ন মাথার মাধ্যমে দৈববাণী খুঁজত, যা এই ধরনের অনুশীলনের বিষয়ে সচেতনতা নির্দেশ করে ।
- সুতরাং, যদিও অ্যাটরেল এবং পোরেকার মতো অনুবাদকরা ইচ্ছাকৃতভাবে "নিগ্রোম্যান্টিয়া" কে "জাদু" হিসাবে অনুবাদ করতে বেছে নিয়েছিলেন যাতে "নেক্রোম্যান্সি" (মৃতদের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী বা কঙ্কাল আহ্বান) এর আধুনিক অর্থ এড়ানো যায় , পিকাট্রিক্সের বিষয়বস্তু নিজেই, যখন নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা হয়, তখন নেক্রোম্যান্টিক ঐতিহ্যের স্পষ্ট ঐতিহাসিক চিহ্ন এবং বর্ণনা প্রকাশ করে। এই ধরনের বিপজ্জনক অনুশীলনগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত এবং এর সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

উপসংহার

পিকাট্রিক্স, যার মূল আরবি শিরোনাম *গায়াত আল-হাকিম* বা "জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষ্য", একটি অসাধারণ গ্রন্থ যা মধ্যযুগীয় রহস্যময় ঐতিহ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। এটি কেবল একটি ব্যবহারিক জাদুর ম্যানুয়াল নয়, বরং একটি গভীর দার্শনিক কাজ যা মহাজাগতিক একত্ব, "সৃষ্টির মহান শৃঙ্খল" এবং জ্যোতিষশাস্ত্রকে জাদুর মূল ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করে । গ্রন্থটি জাদুকে নিছক কুসংস্কার থেকে একটি "বিজ্ঞান" (*scientia*) হিসেবে উন্নীত করে, যার জন্য কোয়াড্রিভিয়াম এবং অধিবিদ্যার মতো কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রয়োজন । এই বুদ্ধিবৃত্তিকীকরণ মধ্যযুগীয় পণ্ডিত মহলে জাদুর গ্রহণ এবং অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা অনুশীলনকারীদের নিজেদেরকে দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী হিসাবে দেখতে সাহায্য করেছিল।
পিকাট্রিক্সের অনুবাদ যাত্রা, আরবি থেকে কাস্টিলিয়ান হয়ে ল্যাটিনে , কেবল ভাষাগত পরিবর্তন ছিল না, বরং সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত অভিযোজনও ছিল। ল্যাটিন সংস্করণে কিছু অংশ বাদ দেওয়া বা পরিবর্তন করা হয়েছে, যেমন মানব বলিদানের পরিবর্তে পশু বলিদানের প্রতিস্থাপন , যা নতুন প্রেক্ষাপটে বিষয়বস্তুকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা নির্দেশ করে। এই প্রক্রিয়াটি রহস্যময় জ্ঞানের জটিল সংক্রমণ এবং পুনঃব্যাখ্যাকে তুলে ধরে।
গ্রন্থটি তার ঘোষিত ধর্মীয় উদ্দেশ্য (একমাত্র ঈশ্বরের পথ খোঁজা) এবং "দানবীয় আচার-অনুষ্ঠান" বা নেক্রোম্যান্সির চিহ্নগুলির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত উত্তেজনা প্রদর্শন করে । এই দ্বন্দ্বটি মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার একটি প্রতিফলন যেখানে জাদুকরী অনুশীলনগুলিকে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ধরনের বিপজ্জনক অনুশীলনগুলি, যেমন মানব উপাদান ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত এবং এর সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

পিকাট্রিক্সের সাধনাগুলি, যেমন তালিসমান নির্মাণ, ধূপায়ন, এবং গ্রহীয় আত্মাদের আহ্বান, জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সময় এবং উপকরণগুলির উপর গভীর নির্ভরতা দেখায় । এটি কেবল শুভ উদ্দেশ্যেই নয়, বরং শত্রুকে ধ্বংস করা বা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার মতো ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যেও জাদুর প্রয়োগের নির্দেশাবলী প্রদান করে । এটি মধ্যযুগীয় জাদুর একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, যেখানে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের ক্ষমতা, নৈতিক বিবেচনা নির্বিশেষে, একটি প্রধান বিষয় ছিল।

উপসংহারে, পিকাট্রিক্স একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় গ্রন্থ যা মধ্যযুগীয় জ্যোতিষ-জাদুর একটি অনন্য চিত্র তুলে ধরে। এর দার্শনিক গভীরতা, কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্বশর্ত, এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের বিস্তৃত বর্ণালী এটিকে পশ্চিমা রহস্যবাদের একটি অপরিহার্য উৎস করে তুলেছে। তবে, এর কিছু বিষয়বস্তু, বিশেষ করে বিপজ্জনক বা বিতর্কিত অনুশীলনগুলি, আধুনিক পাঠককে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। এটি মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় সহনশীলতার সীমা এবং মানব ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

সমাপ্ত

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,

আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।

কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।

আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।

কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:

Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732